ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৩

তারিখ ঃ ১৯ফেব্রুয়ারী ২০০২ / ০৭ ফাল্গুন, ১৪০৮

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সোনালী/জনতা/অগ্রণী ব্যাংক/রূপালী/বেসিক ব্যাংক লিঃ/
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক/বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক/
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা/ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা পুনঃনির্দেশকরণ প্রসংগে ।

শিরোনামোক্ত প্রসংগে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ এর ১০ নং বিআরপিডি সার্কুলারের নির্দেশনাবলী সংশোধন/পরিবর্তন করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সমূহে নীতি নির্ধারণী এবং নির্বাহী কার্যক্রমে পরিচালনা পর্ষদ ও প্রধান নির্বাহীর মধ্যে দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিভাজন নিম্নরূপভাবে পূনঃনির্দেশিত হলো ঃ

০২। পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

(ক) পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করবে। নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ গ্রাহক পরিমন্ডলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা মোকাবিলার কৌশল প্রণয়ন, আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তন ও পূনর্বিন্যাস এবং প্রাসংগিক অন্যান্য কৌশলগত বিষয়াদিতে পর্ষদ বিশেষভাবে মনোনিবেশ করবে । অবলম্বিত কার্যপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতির বিষয়ে পর্ষদ অন্যূন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ বজায় রাখবে।

(খ) সরকারের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের বাজেট এবং বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণীগুলো পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে । তবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ,মটর সাইকেল, মটর কার,বাই-সাইকেল ঋণ ইত্যাদি মূলধন ব্যয়ের বিষয়ে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহন করতে হবে । ব্যাংকের আয়, ব্যয়, তারল্য সংস্থান, মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণ, মূলধন ভিত্তি ও প্রভিশন সংস্থানের চলমান অবস্থা পর্ষদ অন্ততঃ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণ করবে।

(গ) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং ঋণ পরিশোধ আদায় ও পূনঃতফশিলিকরণের নীতি ও বিধিব্যবস্থা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে। অনুমোদিত নীতি ও বিধিব্যবস্থা মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর নির্বাহী সিদ্ধান্তের বিষয়ে পর্ষদ, পর্ষদের নির্বাহী

কমিটি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য নির্বাহীদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন (delegation of powers) পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তদধীন কর্মকর্তাদের দ্বারাই ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর নির্বাহী কার্যক্রমগুলো যথাসম্ভব সর্বাধিক মাত্রায় নিষ্পন্ন হবে, তবে নিম্নোক্ত নির্বাহী সিদ্ধান্তগুলো আবশ্যিকভাবে পর্ষদ/পর্ষদের নির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষ থাকবে ঃ

(১) অর্থ মন্□ণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আরোপিত বিধি-বিধানাবলী পালন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্যের অনুকূলে বা তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী প্রদান ।

(২) বকেয়ার কোন অংশ মওকুফ সমেত কোন ঋণ হিসাবের দ্বিতীয় বা পরবর্তী পূনঃতফশিলিকরণ ।

(চলমান পাতা-২)

(৩) ব্যাংকের মূলধন ভিত্তির ৭·৫% এর অধিক মাত্রার ঋণ/বিনিয়োগ এক ব্যক্তি/গোষ্ঠি/গ্রুপের অনুকূলে মঞ্জুরী । ঋণের প্রকৃতি, জামানতের প্রকৃতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিবেচনায় পর্ষদ মুলধন ভিত্তির ৭·৫% এর সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মঞ্জুরী ক্ষমতা সময় সময় সুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করবে ।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন পক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য দাখিলকৃত আবেদনের বিবেচনা ।

(ঘ) নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃংখলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন ও জনবল এবং যানবাহন ও টেলিফোন ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে নীতি ও বিধিব্যবস্থা পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশক্রমে সরকার অনুমোদন করবে । অবলম্বিত নীতি/বিধিব্যবস্থার আওতায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী বা প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়নের নির্বাহী কার্যক্রমে পর্ষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যরা সংশ্লিষ্ট হবেন না । বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য নির্বাচনী কমিটিগুলো ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তাঁর অধঃস্তন নির্বাহীদের মধ্য থেকে গঠিত হবে, তবে সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও উচ্চতর পর্যায়ে নিয়োগ/পদোন্নতি বিষয়ক নির্বাচনী কমিটিগুলোয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বা বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোনীত প্রতিনিধির জন্য ভূমিকা রাখা যেতে পারে । চাকুরীবিধি মোতাবেক শৃংখলা ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্যায়ে প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তা/কর্মচারীর আপীলের বিষয়ে পর্ষদ সিদ্ধান্ত নেবে ।

(ঙ) ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমের নীতি ও বিধিব্যবস্থা সরকার নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী প্রণীত হবে । তদনুসারে ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতার বন্টন (delegation of powers) পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করবে । বাজেট সংকুলান সাপেক্ষে বিবিধ ব্যয়ের নির্বাহী ক্ষমতা সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তদধীন কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত থাকবে । তবে ব্যবসায়িক ও আবাসিক প্রয়োজনে

জমি, ভবন বা স্থাপনা ক্রয়,নির্মাণ, যানবাহন ক্রয়সহ মূলধনী ব্যয় সিদ্ধান্ত আবশ্যিকভাবে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষ থাকবে ।

(চ) ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সূত্রে উদ্ভূত বিবিধ ঝুঁকি (credit risk, interest rate risk, exchange rate risk, large exposure risk ইত্যাদি) মাত্রা নিয়ন্ত্রণযোগ্য পর্যায়ে রাখার বিষয়টি পর্ষদ বিশদ যাচাইতালিকা (check-list) মোতাবেক অন্ততঃ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে ।

(ছ) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাবের সঠিক মূল্যায়নে দক্ষতাসহ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বিবিধ দিকে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও কর্মকৌশল প্রবর্তনের বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বিশেষ নজর দেবে এবং এজন্য পর্যাপ্ত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বার্ষিক কার্যপরিকল্পনাভূক্ত করবে।

(জ) ঋণ/বিনিয়োগের সন্তোষজনক গুনগত মান অর্জন/বজায় রাখার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ওপর পর্ষদ সতর্ক নজর রাখবে । অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যসূচী পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে । অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার, বহিঃনিরীক্ষকের, সরকারী বাণিজ্যিক নিরীক্ষাদলের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনের প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিপালনের বিষয়ে পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে । অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাঠামোর অতিরিক্ত একটি বিশেষ নিরীক্ষা সেল সরাসরি পর্ষদ চেয়ারম্যানের কাছে রিপোর্ট করবে; ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তার ওপর অর্পিত নির্বাহী ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহারের এবং নতুন ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রেডিট কমিটি বা অনুরূপ পক্ষগুলোর কার্যক্রমের পর্যালোচনা প্রতিবেদন এই নিরীক্ষা সেল দ্বারা প্রণীত ও পর্ষদের সমীপে উপস্থাপিত হবে ।

(ঝ) বার্ষিক কার্যপরিকল্পনায় নির্ধারিত ব্যবসায়িক ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য/ব্যর্থতার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করবে, ভবিষ্যতের জন্য অবলম্বনীয় কর্মপন্থা সম্পর্কে পর্ষদের অভিমত/সুপারিশ বার্ষিক প্রতিবেদনে সরকারের বিবেচনার জন্য দাখিলকৃত হবে । ব্যাংকের কার্যপরিকল্পনা মোতাবেক ফলাফল অর্জনে সাফল্য/ব্যর্থতার বিষয়ে প্রধান নির্বাহীর ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে পর্ষদের মূল্যায়নও এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে ।

(চলমান
পাতা-৩)

০৩। <u>পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা</u> ঃ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ব্যক্তিগতভাবে কোন নীতিনির্ধারণী বা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার ধারণ করবেন না; পর্ষদের/পর্ষদের নির্বাহী কমিটির প্রাসংগিক এখতিয়ার মোতাবেক বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় তিনি সভার সভাপতির ভূমিকায় নেতৃত্ব দেবেন । পর্ষদের পরিবীক্ষণ দায়িত্বের আওতায় চেয়ারম্যান মহোদয় ব্যাংকের কোন শাখা বা অর্থায়ন কার্যক্রম

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন । তিনি ব্যাংকের পরিচালনা বা প্রশাসন সংক্রান্ত যে কোন তথ্য অধিযাচন করতে বা কোন বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন; লব্ধ তথ্য বা তদন্ত প্রতিবেদন পর্ষদ সভায়/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিত হবে ।

০৪। **প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ** ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বা অন্যবিধ) নামে অভিহিত প্রধান নির্বাহী নিম্নোক্তরূপ দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ঃ

(ক) সরকার এবং পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মোতাবেক প্রধান নির্বাহী স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন । ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যপরিকল্পনা দক্ষ বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তিনি দায়বদ্ধ থাকবেন ।

(খ) ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনে ব্যাংক কোম্পানী আইন এবং/অথবা প্রাসংগিক অন্যান্য আইনের বিধিবিধানের যথাযথ পরিপালন তিনি নিশ্চিত করবেন ।

(গ) ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ বা অন্য কোন আইন/বিধি লংঘন বিষয়ক তথ্যাদি পর্ষদের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করতে পারবেন, যা ঘটনোত্তর তিনি পর্ষদকে অবহিত করবেন ।

(ঘ) অনুমোদিত নীতিমালা মোতাবেক উপমহাব্যবস্থাপক পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা এবং মহাব্যবস্থাপকগনের অভ্যন্তরীণ বদলীর ক্ষমতা প্রধান নির্বাহীর ওপর ন্যস্ত থাকবে ।

০৫। **পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি ঃ** পুনঃনির্দেশিত দায়দায়িত্ব মোতাবেক নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে পরিচালনা পর্ষদের সংশ্লিষ্টতা পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে হ্রাস পাবে, এবং স্বল্পসময় অন্তর অন্তর সভা অনুষ্ঠান প্রয়োজন হবে না। পর্ষদ সভা এ মোতাবেক যথাসম্ভব কম সংখ্যায় সীমিত রাখা হবে।

০৬। ব্যাংকের ব্যবসায়িক স্বার্থে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে পর্ষদ চেয়ারম্যানকে এ যাবত প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা যথারীতি বহাল থাকবে ।

০৭। উপরে বর্ণিত নীতিমালার কোন বিষয়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরোপিত বিধান অথবা বর্তমানে প্রচলিত ও প্রযোজ্য অন্য কোন আইনের সংঘাত হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ গ্রহন করতে হবে ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(শওকত ওসমান চৌধুরী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৩৭৭